ভোরের কাগজ

SEP 16 2002

মকসুদপুর বঙ্গরত্ন কলেজ

অনিয়ম ও দুর্নীতির নানা অভিযোগ দ্বিধাবিভক্ত শিক্ষকরা মুখোমুখি

প্রসুন মণ্ডল, গোপালগঞ্জ প্রতিনিধি : অনিয়ম, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ও শিক্ষক রাজনীতির কারণে গোপালগঞ্জের মকসুদপুরের বঙ্গরত্ন কলেজে শিক্ষার পরিবেশ মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। বিভিন্ন কারণে শিক্ষকদের মধ্যে দ্বন্দ্ব তৈরি হলে তাদের মধ্যে পরস্পর বিরোধী দুটি গ্রুপের সৃষ্টি হয়। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে শিক্ষার্থীদের মধ্যেও বিভাজন দেখা দিয়েছে।

বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে, বঙ্গরত্ন কলেজের ৩২ জন শিক্ষকের মধ্যে ১৮ জন শিক্ষকের নিয়োগে রয়েছে ব্যাপক অনিয়ম ও দুর্নীতি। ১০ জন কর্মচারীর মধ্যে আট জনই বিধি বহির্ভূতভাবে নিয়োগ পেয়েছেন। বিগত কয়েক বছরের অডিট রিপোর্টে এসব শিক্ষক ও কর্মচারীদের নিয়োগ বিধিসম্মত হয়নি বলে বলা হলেও এ পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে কোনো আইনগত পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। এসব ছাড়াও বিভিন্ন অনিয়ম দুর্নীতি থাকা সত্ত্বেও এর সঙ্গে জড়িতরা রয়ে গেছেন ধরাছোঁয়ার বাইরে।

এসব শিক্ষকের দাপটে নিরীহ শিক্ষকরাও কিছু বলতে পারছেন না। এসব ঘটনায় শিক্ষকরা দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছেন। কলেজের অধ্যক্ষ ২১ জনকে এবং বাংলা বিভাগের প্রভাষক বিমল মল্লিক ১১ জন শিক্ষককে নিয়ে একে অপরের বিরুদ্ধে কাজ করছেন। তাদের মূল উদ্দেশ্য হলো— যেভবেই হোক বিরুদ্ধের গ্রুপকে ঘায়েল করা। শিক্ষক- ছাত্রীদের নিয়ে কুৎসা রটাতেও তারা দ্বিধা বোধ করছে না। শিক্ষকরা গ্রুপ ঠিক রাখতে ব্যবহার করছে কলেজ ছাত্রছাত্রীদের। যে কারণে ছাত্রছাত্রীরাও দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। এ অবস্থায় কলেজের শিক্ষা গ্রহণ ও পাঠদানের চেয়ে দলাদলিই প্রধান হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এদিকে অধ্যক্ষ তার ছোট ভাই সমীর কুমার কীর্তনীয়াকে অবৈধভাবে সংস্কৃত বিভাগে প্রভাষক হিসেবে নিয়োগ দিয়েছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ নিয়োগকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন স্থানে অভিযোগপত্র দাখিল হয়েছে এবং তা তদন্তাধীন রয়েছে বলে জানা গেছে।

কলেজের নানা ধরনের দুর্নীতি অনিয়ম প্রসঙ্গে প্রভাষক বিমল মল্লিক ভোরের কাগজকে জানান, তিনি অধ্যক্ষের অনেক দুর্নীতি ও অনিয়মের বিরুদ্ধে কথা বলেন তাই তাকে বিপক্ষ গ্রুপ হিসেবে ভাবা হচ্ছে। অধ্যক্ষ যদি নিয়মমাফিক কার্য পরিচালনা করেন তাহলে তার সঙ্গে কোনো বিরোধের প্রশ্নই থাকে না। অন্যদিকে অধ্যক্ষের কাছে এর সত্যতা জানতে চাইলে তিনি অবৈধ উপায়ে শিক্ষক নিয়োগ এবং দুর্নীতি ও অনিয়মের কথা অস্বীকার করেন।

এছাড়া অনিয়ম ও দুর্নীতির কারণে অধ্যক্ষ শচীন্দ্রনাথ কীর্তনীয়া ও সহকারী অধ্যাপক শ্রীকৃষ্ণ বারুরীর বেতন বিগত ২ বছর ৮ মাস বন্ধ রয়েছে বলে জানা গেছে। বিভিন্ন ধরনের তদবির করেও তাদের বেতন বিল পাস করতে পারছেন না। সহকারী অধ্যাপক এমএ পরীক্ষাতে তৃতীয় শ্রেণী প্রাপ্ত হওয়ায় তিনি সরকারি নিয়ম অনুযায়ী বেতন লাভ থেকে বঞ্চিত হন। অভিযোগ পাওয়া গেছে, সরকারি অনুদান লাভের আশায় মনোনয়ন পরীক্ষা না দিয়ে শ্রীকৃষ্ণ বারুরী বিগত '৯২ সালে অধ্যক্ষের সহযোগিতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের তৎকালীন চেয়ারম্যান মোফখারুল ইসলামের দেওয়া এমএ ডিগ্রিতে তৃতীয় শ্রেণীর একটি ভুয়া (জাল) প্রমার্জন (ক্ষমা) সার্টিফিকেট তৈরি করে তা অধ্যক্ষের সুপারিশসহ ডিজিতে জমা দিয়ে সরকারি অনুদান আত্মসাৎ করেছে। ঐ শিক্ষকের দাখিলকৃত প্রমার্জন সার্টিফিকেট বিষয়ে তদন্ত হলে তা সত্য প্রমাণিত হয়। প্রাথমিকভাবে তদন্ত করে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর পরবর্তীকালে বিষয়টি তদন্ত করে জাল প্রমার্জন সার্টিফিকেট দাখিলের কারণে অধ্যক্ষ শ্রীকৃষ্ণ বারুরী ও তাকে সহায়তা করার জন্য অধ্যক্ষ শচীন্দ্রনাথ কীর্তনীয়ার সরকারি অনুদান ২০০০ সালের ১ জানুয়ারি থেকে সাময়িকভাবে স্থগিত রাখা হয়েছে। এখনো এ সিদ্ধান্ত বলবত রয়েছে।